তারিখ 12 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তরকে
শিক্ষামন্ত্রী
নুরুল ইসলাম নাহিদ

শিক্ষাক্ষেত্রে কোন ধরনের অনিয়ম দুর্নীতি বিশৃংখলা সহ্য করা হবে না

মুসতাক আহমদ

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, "আমি আগাগোড়া শিক্ষা ও শিক্ষা আন্দোলনের লোক। শিক্ষার কোথায় কি সমস্যা ও সম্ভাবনা রয়েছে তা আমি জানি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের শাখা, অধিদফতর, বোর্ডসহ কোথায় কোন ধরনের সমস্যা ও দুর্নীতি-অনিয়ম হয়ে থাকে— আমার জানা রয়েছে। জনগণ ম্যান্ডেট দিয়েছে তাদের প্রত্যাশা পূরণের জন্য। জাতি গঠনে শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত করে গড়ে তুলতে সার্বিক পদক্ষেপ নেয়া হবে। এক্ষেত্রে কোন ধরনের অন্যায়, অনিয়ম, দুর্নীতি ও বিশৃংখলা সহ্য করা হবে না। যদি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে আর অভিযুক্ত যেই-ই হোক কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এক্ষেত্রে কেউ বাধা দিলে বা প্রতিবন্ধক হলে তাকে 'তোয়াক্কা' করা হবে না।" তিনি বলেন, 'নিরক্ষরতামুক্ত' সমাজ এবং 'মানসম' মানসম্মত শিক্ষা

সহ্য : পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ১

সহ্য : কোন ধরনের অনিয়ম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিশ্চিত করাই তার স্বপ্ন। তিনি চান প্রত্যেকটি শিশু-কিশোর আধুনিক, যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত জ্ঞানে আলোকিত হবে। এটা কেবল তার নয়, গোটা জাতিরই স্বপ্ন। জনগণের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগকে তারা 'জনগণের অধিকার' হিসেবে বিবেচিত করেন।

তিনি রোববার তার দফতরে যুগান্তরের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে একথা বলেন। বর্তমানে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিরাজমান পরিস্থিতি এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যকার যুদ্ধংদেহী অবস্থার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে সহাবস্থান। সব পক্ষকে বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করছি, সহযোগিতা করুন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করুন। সবার সহযোগিতা চাই। সবাইকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয় লেখাপড়ার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য দরকার সমন্বিত দায়িত্ববোধ। তিনি বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্প্রতি সৃষ্ট অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন, ইতিমধ্যে কিছু কিছু সমাধান হয়েছে। সবার সহযোগিতায় সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক পরিবেশ-পরিস্থিতি নিশ্চিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করে বলেন, আওয়ামী লীগের কাছে জাতির বিশাল প্রত্যাশা রয়েছে। নির্বাচনের ফলাফল ও গণরায়ে তাই সন্দেহাতীতভাবে প্রতীয়মান হয়। মনে হচ্ছে, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মতোই সামগ্রিক প্রত্যাশা জেগে উঠেছে। তিনি বলেন, এটা তাদের সৌভাগ্য। জাতির এই আস্থা তারা সম্মানের সঙ্গে ধারণ করছেন। তা না করলে সম্ভাব্য ফলাফলের ব্যাপারেও তারা সচেতন। মন্ত্রী বলেন, বিপুল রায়ে 'আমরা ক্ষমতা পেয়েছি'— এটা মনে করছি না। আমরা মনে করছি, দায়িত্ব পেয়েছি। দায়িত্ব নম্রনীয়তার সঙ্গে পালন করতে হয়। ক্ষমতা পেলে ক্ষমতাবান নয়, আরও বিনয়ী ও নত হতে হয়। আমরা মনে করি, ক্ষমতা জনগণের।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ৬ জানুয়ারি যোগদান করেন। নুরুল ইসলাম নাহিদ ১৯৪৫ সালের ৫ জুলাই সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার কসবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। শিক্ষামন্ত্রীর রয়েছে সুদীর্ঘ-সমৃদ্ধ রাজনৈতিক জীবন। ছাত্রাবস্থায় ষাটের দশকের সূচনালগ্নে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় কর্মী হিসেবে তার প্রত্যক্ষ সংগ্রামী জীবনের সূচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে শিক্ষার দাবি ও অধিকার অর্জন এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা, গণতন্ত্র ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার সব আন্দোলন; ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, মহান মুক্তিযুদ্ধসহ আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় অবদান রাখেন। ১৯৭০ সালে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর তৎকালীন এই বৃহৎ ছাত্র সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এবং সম্পাদকও ছিলেন। ১৯৭১ শুরুর সালের দে মাসে নিজিতে তিনিই কর্তৃক এক সংবাদ সম্মেলনে পাকবাহিনী গণহত্যা ও বাঙালির প্রতিরোধ-সংগ্রাম বিষয়ে সামগ্রিক পুস্তিকা তুলে ধরেন। ১৯৯১ সালে তিনি দ্বিতীয় বার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ৩ আওয়ামী লীগ পরিস্থিতিতে পরিবর্তন দেখা দিলে বাস্তবতার বিবেচনায় ১৯৯৪ সালে অন্য সহকর্মীদের নিয়ে তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। বর্তমানে নুরুল ইসলাম নাহিদ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক। নুরুল ইসলাম নাহিদ ১৯৯৬ সালে সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার উপজেলা (সিলেট-৬) থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সর্বশেষ ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনেও একই আসন থেকে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ১৯৯৬-২০০১ সালে জাতীয় সংসদে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। সংসদ সদস্য হিসেবে তিনি বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে একজন সৎ, নিষ্ঠাবান ও ত্যাগী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে সব মহলে স্বীকৃত।

নুরুল ইসলাম নাহিদ একই সঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়েরও মন্ত্রী। বিগত সরকারগুলোর আমলে এ দুটো মন্ত্রণালয়ে আলাদা মন্ত্রীরা দায়িত্ব পালন করেছেন। সে হিসেবে তিনিই প্রথম দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করলেন। যুগান্তরের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশে বিদ্যমান প্রায় সব ধরনের শিক্ষা নিয়েই কথা হয়।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'নিরক্ষরতামুক্ত সমাজ এবং 'ন্যূনতম' মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করাই তার স্বপ্ন। তিনি চান প্রত্যেকটি শিশু-কিশোর আধুনিক, যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত জ্ঞানে আলোকিত হবে। এটা কেবল তার নয়, গোটা জাতিরই স্বপ্ন। তাদের মতো তিনিও সেই স্বপ্ন দেখছেন। তিনি বলেন, সমাজের প্রায় অর্ধেক মানুষ আজও নিরক্ষর। এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসা জরুরি। স্কুলে ভর্তির হার বেড়েছে। যদিও সব শিশুর এনরোলমেন্ট (বিদ্যালয়ে ভর্তি) নিশ্চিত করা হচ্ছে না; কিন্তু যে সংখ্যক ভর্তি হয়, তাদেরও প্রায় অর্ধেক ড্রপআউট করছে। আমরা এই অবস্থান উত্তরণ ঘটিয়ে শতভাগ শিশুকেই বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং শিক্ষার স্রোতে অন্তর্ভুক্ত রাখতে চাই। অন্যদিকে আধুনিক বিশ্বে জ্ঞানই সাফল্য এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার হাতিয়ার। সেজন্য জাতির বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রত্যেক কর্ণধারের আধুনিক, যুগোপযোগী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এক কথায় বিশ্বমানের উপযুক্ত জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়াও অত্যাবশ্যক। তিনি বলেন, রিসোর্স এবং ভৌগোলিক দিক থেকে এদেশ তুলনামূলক কম সমৃদ্ধ। কিন্তু এদেশের রয়েছে প্রচুর জনশক্তি। এই জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করতে হবে। বহির্বিশ্বে এদেশের অনেকে কাজের উদ্দেশে গমন করেন। তারা দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন। দেশেও কাজের অনেক সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। তাই এসব বিষয়ের আলোকে বাস্তবমুখী যেসব কাজ করা দরকার তা সবই করা হবে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ তৈরি ও বৃত্তিমূলক বা ভকেশনাল বা তথাকথিত কিন্ডারগার্টেন। গ্রামে-গঞ্জে হাটবাজারে পর্যন্ত কিন্ডারগার্টেন আর মাদ্রাসা দেখা যায়। মাধ্যমিক, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা নিয়েও ব্যবসার রকমফের তিনি অবগত। তিনি বলেন, 'আমি মনে করি, শিক্ষা ব্যবসার বিষয় নয়। এটা দলীয়, গোষ্ঠীগত বা আঞ্চলিক বিষয়ও নয়, জাতীয় বিষয়। শিক্ষা সবার। এটা জাতির অগ্রাধিকার। এক্ষেত্রে সবারই নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখার অবকাশ রয়েছে। সুতরাং শিক্ষা যে ব্যবসা নয়— এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সবাই মনে রাখবেন বলে আমি আশা করি।' এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রাথমিক স্তরে ১১ ধরনের শিক্ষা চালু রয়েছে। এক্ষেত্রে কারিকুলাম, পাঠ্যপুস্তক, সিলেবাস ইত্যাদি নিয়ে বিশৃংখলা রয়েছে। যদিও এক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক তৈরি কঠিন কাজ। কিন্তু তারা চান শিক্ষা একই ধারায় ফিরে আসুক। সেই শিক্ষাই নিশ্চিত করতে চান তারা।

বেতন, সেশন ফি, পরীক্ষা ফি, ভর্তিসহ নিয়োগ-পদোন্নতিতে চিহ্নিত কিছু স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার অনিয়ম-দুর্নীতি এবং এক্ষেত্রে 'এমপিও গ্রহণ করি না, তাই আইন মানব না' এ ধরনের নানা অজুহাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সরকারি আইনের থোরাইকেয়ার প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, দেশের ভেতরে থাকবে আর দেশের আইন মানবে না তা কখনই গ্রহণযোগ্য হবে না। তারা চান শিক্ষায় সবাই অবদান রাখুক। কিন্তু ব্যবসা করা যাবে না। তিনি বলেন, অধিকাংশ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের সেবামূলক মানসিকতায়ই গড়ে উঠেছে। প্রতিষ্ঠানের নামের ভেতর দিয়েই ওইসব প্রতিষ্ঠাতারা বেঁচে আছেন। সুতরাং সেবার কথা বলে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে ব্যবসা করার অপচেষ্টা সহ্য করা হবে না। তিনি বলেন, উদ্যোক্তাদের বুঝতে হবে— এটা ব্যবসা নয়। শিক্ষায় অবদান রাখতে হলে আইন অনুযায়ীই কাজ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বিভিন্ন ধরনের শিক্ষক সংগঠনের ব্যাপারে নাখোশ প্রকাশ করে বলেন, ৬টি সংগঠন থাকলে তো ৬ রকমভাবে ব্যবহার হতে পারে। এক্ষেত্রে তো শিক্ষকরা স্বার্থে ব্যবহৃত হতে পারেন। বিষয়টি তাদের বুঝতে হবে। তিনি নিজেদের স্বার্থেই শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, শিক্ষকরা শিক্ষার নিয়ামক শক্তি। তারা তাদের সম্মান-মর্যাদা দিতে চান। তিনি কমিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকদের আর্থিক সমস্যা, প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে ব্র্যাকের প্যাকেজ প্রোগ্রাম ইত্যাদির রেফারেন্স উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষার অগ্রগতি ও উন্নয়ন নিয়ে যেসব সমস্যা রয়েছে, তা সবই তারা দূর করতে চান। পাশাপাশি শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্নভাবে শিক্ষকদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে চান। কিন্তু বিনিময়ে তাদের (শিক্ষক) জাতির দাবি পূরণ করতে হবে। তাদের জীবন হতে হবে অনুকরণীয়; যথেষ্ট উপযুক্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে তিনি বলেন, তারা কোন ধরনের দলীয়করণ করবেন না। তারা চান যোগ্য ও মেধাবীরা নিয়োগ পাবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, কৃষি, জাতীয়, প্রকৌশলী বা দৈনন্দিন সেবামূলক যেগুলোই সব বিষয়ে সরকার নজর দেবে। জনগণের দাবি হচ্ছে দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও জনশক্তির মানবিক উন্নয়ন সাধন। তিনি বলেন, শিক্ষাকে তারা জনগণের সুবিধার বিষয়ে পরিণত করতে চান। সেভাবেই নিশ্চিত করতে চান। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত অন্য সহকর্মীদের নতুনভাবে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার চলছে। আগামীর জন্য চলছে। সবাই যতদূর সম্ভব ব্যবহার করা হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট আইনগুলো যুগোপযোগী করা হবে।

তিনি সতর্কতা উচ্চারণ করেন। সাবেক উপাচার্যসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির ব্যাপারে তিনি বলেন, এ ধরনের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হওয়াটা জাতির জন্যই দুর্ভাগ্য ও কলংকজনক। এ প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশে বলেন, 'আমি পরিষ্কার বলতে চাই— শিক্ষা বিভাগে কোন ধরনের দুর্নীতির স্থান নেই। বিন্দুমাত্র বিশৃংখলা সহ্য করা হবে না।' জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান সার্বিক বিশৃংখলা, অস্থিরতা, দুর্নীতি, অনিয়ম ইত্যাদির ব্যাপারে বলেন, এসব থেকে কিছু লোক স্বার্থ হাসিল করতে পারে, সমষ্টি নয়। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের অমূল্য জীবন নষ্ট করছে তারা। ক্ষতি করছে অভিভাবকদের। সর্বোপরি জাতির ক্ষতিসাধন করছে। তিনি এসব দূর করার ঘোষণা দিয়ে বলেন, সমস্যা চিহ্নিত করে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেয়া হবে। লক্ষ্য থাকবে পদক্ষেপের সফলতা। এক্ষেত্রে কেউ বাধা দিলে বা প্রতিবন্ধক হলে তাকে 'তোয়াক্কা' করা হবে না।

তিনি বলেন, 'আজ দ্বিতীয় কর্মদিবস আমার। প্রাথমিক বিষয়গুলো দেখছি। শিক্ষা ক্ষেত্রে যত সীমাবদ্ধতা ধরা পড়বে, তা কাটিয়ে ওঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকবে। শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশের জন্য যা সহায়ক নয়, তা দূর করা হবে।